ম ঞ্চ স ং বা দ

ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৯৪, সংখ্যা ঃ১১-১২ □সদস্য ও সহযোগী বন্ধুদের জন্য

বেসরকারি হাতে যাচ্ছে এন জে এম সি

ন্যাশনাল জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কর্পোরেশনের (এন. জে. এম সি) বেসরকারিকরণের আর দেরি নেই। ২২শে ফেব্রুয়ারি বি আই এফ আর-এর নির্দেশক্রমে অপারেটিং এজেন্সি আই আর বি আই এই কর্পোরেশনের অন্তর্গত ৬টি মিল অর্থাৎ আলেকজান্দ্রা, খড়দা, ইউনিয়ন, ন্যাশনাল, কিনিসন ও কাটিহার ইউনিটগুলির জন্য প্রমোটার খুঁজছে। ইতিমধ্যেই অনেকগুলি কোম্পানি—পিয়ারলেস, চাঁপদানী ইন্ডাস্ট্রিজ, কাঁকিনাড়া গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ, এ. কে. বাজোরিয়া, ডেল্টা ইত্যাদিরা টেন্ডার জমা দিয়েছে [উল্লেখ্য 'মঞ্চ সংবাদে' এই সংবাদটি অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল]। অবশ্য একই সঙ্গে বোর্ড কেন্দ্রীয় সরকারকে জিজ্ঞাসা করেছে এই কর্পোরেশনকে পুনরুজ্জীবিত করতে ২০০ কোটি টাকা নিজে যোগান দিতে এবং আনসিকিওরড লোন বাবদ ৪৪৫ কোটি টাকা পুরোপুরি ছাড় দিতে পারবে কিনা। সরকার তাঁর সিদ্ধান্ত আগামী ২৯শে মার্চের মধ্যে জানাবে, যদিও মনে হয়, সরকার কখনোই এই দায় নিজে নেবে না। অথচ গত বছর এই সংস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করতে ৫৪ কোটি টাকার একটি প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়, যার কথা পরবর্তীকালে আর কখনোই শোনা যায় নি। যদি এই দুটি পথের কোনোটাতেই সমাধান না হয়, তাহলে ৭ই এপ্রিল শুনানিতে বোর্ড এই সংস্থাটিকে চিরতরে তুলে দেওয়ার (ওয়াণ্ডিং আপ) নির্দেশ দেবে।

এন জি. এম সির অনেক অব্যবহৃত স্থাবর সম্পত্তি আছে। যেমন ঃ

- এই সংস্থার 'ন্যাশনাল' ইউনিটের কলকাতার আলিপুরে যে গেস্ট হাউসটা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে তার মূল্য ১০ কোটি টাকা।
- 'আলেজান্দ্রা' ইউনিটের ৫ নং আলিপুর রোডের সম্পত্তি নিয়ে মামলা চলছে, যদিও এই মামলায় লিগ্যাল সেলের উদ্দেশ্য সৎ নয়, কারণ ম্যানেজমেন্টের কোর্টের বাইরে মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা মন্ত্রীসভার হস্তক্ষেপে রদ হয়।
- কাটিহারের আর বি এইচ এম ইউনিটে মিলের বাইরে প্রায় ১৫ বিঘা জমি (যার আনুমানিক মূল্য ৬০ লক্ষ টাকা) বাইরের লোকেরা প্রায় অধিকার করে নিয়েছে।
- এই ইউনিটের দার্জিলিং ও কালিমপঙস্থিত গেস্ট হাউসগুলি অর্থ অপব্যয়ের মাধ্যম হিসাবেই ব্যবহার হচ্ছে।
- এই ইউনিটের ফরবেশগঞ্জে একটি বাড়ি ও তার লাগোয়া গুদাম (যার আনুমানিক মূল্য ১০ লক্ষ টাকা) কয়েক বছর আগে জে সি আই কে ভাড়া দেওয়া হয়েছিল। এখন খালি পড়ে আছে।
- কলকাতার ভি আই পি রোডের ধারে 'বি জে ই এল' ইউনিটের ৪০ বিঘা জমি (যার আনুমানিক মূল্য ৪৫ কোটি টাকা) অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে।

ম্যানেজমেন্টের এই রকম অসততা ও অপদার্থতা এই রুগ্ন শিল্পটির পুনরুজ্জীবনের সমস্ত আশাই ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে।

রাজ্য দূষণ পর্ষদের রিপোর্টে সুপ্রিম কোর্টের অনাস্থা

এ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের মোট ২৪২টি শিল্প ইউনিটকে গঙ্গাদূষণ সংক্রান্ত মামলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৯১টি ইউনিটে ইতিমধ্যেই দূষণ-নিরোধক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের রিপোর্টে জানানো হয়। রিপোর্ট পাওয়ার পর সুপ্রিম কোর্ট, এই দূষণ নিরোধক ব্যবস্থা কতটা কার্যকরি তা খতিয়ে দেখার জন্য পরিবেশ-বিশেষজ্ঞ সংস্থা 'নিরি'-কে নিয়োগ করে। 'নিরি' এই ১৯১টির থেকে ১৪টি শিল্প ইউনিটকে সমীক্ষার নমুনা হিসাবে বেছে নেয়। সমীক্ষান্তে নিরি জানায় এই ১৪টির মধ্যে ১০টি কারখানায় দূষণ নিরোধে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা আদৌ যথাযথ নয়। এই সমীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ৯৪ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি কুলদীপ সিং আদেশ দিয়েছেন, আগামী ২ মাসের মধ্যে এই ১০টি সংস্থাকে 'নিরি'র পরামর্শ মোতাবেক দূষণ নিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় প্রতিদিন ২ হাজার টাকা করে জরিমানা দিতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের এই আদেশ কার্যত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রন পর্ষদের রিপোর্টের বিশ্বাসযোগ্যতার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করছে না কি?

মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট, সি এম ডি এ এবং ঠিকাদার নিরি

জানুয়ারি ৩১, ১৯৯৪ পর্যন্ত গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানে পশ্চিমবঙ্গে ১১০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। গঙ্গাদূষণ সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্ট পশ্চিমবঙ্গের ১৪টি মিউনিসিপ্যালিটি'র কাছে জানতে চেয়েছে জলদূষণ রোধে প্রয়োজনীয় অর্থ পেয়েও তারা কেন কোনো ব্যবস্থা নেয় নি। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এবং পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা সংস্থা নিরি-কেও আলাদা আলাদাভাবে দুমাসের মধ্যে এবিষয়ে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট নিরিকে নিয়োগ করেছে স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ সংস্থারূপে। কিন্তু নিরি কি এই কাজ করার পক্ষে প্রকৃতই নিরপেক্ষ? কারণ গঙ্গা অ্যাকশান প্ল্যানের টাকা খরচ করার মালিক হচ্ছে সি. এম. ডি. এ.। কাজেই রিপোর্ট দিতে গেলে নিরিকে সি এম ডি এ-র হিসাবপত্র খতিয়ে দেখতে হবে। এই কাজ কি নিরির পক্ষে বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে করা সম্ভব? এটা তো সর্বজনবিদিত যে নিরি মোটা অর্থের বিনিময়ে ঠিকা নিয়ে সি এম ডি এ-র নানা কাজ করে দেয়। কিছুদিন আগেই তারা সলিড ওয়েস্ট-এর ওপর একটি কাজ করে দিয়ে সি. এম. ডি .এ-র কাছ থেকে ১০ লক্ষ টাকা পেয়েছে। নিরি কি কখনো তার এই সোনার ডিম পাড়া হাঁসটিকে চটাতে পারে? আরও মজার ব্যাপার হল, সুপ্রিম কোর্টের এই মামলায় সি এম ডি এ কে পক্ষ করা হয়নি—এর কি কোনো তাৎপর্য আছে! এই দুটি ঘটনা থেকে স্পষ্টতই যে প্রশ্নটি বেরিয়ে আসছে তা হল ঃ পরিবেশ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কোনো নাগরিক সংগঠনের উপস্থিতি ছাড়া এরকম জনস্বার্থসংক্রান্ত মামলায় জনস্বার্থ শেষ পর্যন্ত কতটা সংরক্ষিত হবে?

পশ্চিমবঙ্গে বকেয়া পি. এফ বেড়েই চলেছে

বহু ঢাকঢোল পিটিয়ে গত বছর প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের কাজকর্ম দেখভালের জন্য সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সরকারি ব্যয়ে কমিটির সদস্যরা সারা ভারত ঘুরেছেন। অবস্থারও কিছু 'পরিবর্তন' হয়েছে। ৩১ মার্চ '৯৩ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে বকেয়া পি এফ-এর পরিমাণ ছিল ১৪১ কোটি টাকা। ২৮ ফেব্রুয়ারি '৯৪ তে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭১ কোটি টাকা। সারা ভারতে পি এফ-এর মোট বকেয়ার ৮০ শতাংশই পশ্চিমবঙ্গে। রাজ্য সরকারি সংস্থার বকেয়ার পরিমাণ ৬৬ কোটি টাকা। ৩৯টি জুটমিলের বকেয়া ৮৯ কোটি ১০ লক্ষ। বর্তমানে জমে থাকা পি এফ-এর ৩২০০ অভিযোগের মধ্যে মাত্র ১৩টি কেসে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ মামলা দায়ের করেছে। পূর্বাঞ্চলীয় পি এফ কমিশনার এ ব্যাপারে রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে তাঁর ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন।

সাব কমিটি সদস্যদের সাথে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির আলোচনা সাপেক্ষে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বিষয়ে বিশেষ বেঞ্চ আজও গঠিত হয়নি। ফলতঃ জমে থাকা ৫৫২টি মামলার মধ্যে অগ্রাধিকার পাওয়া ৩৪০টির একটিরও সমাধান হয়নি।

পি এফ বাকী রাখা সরকারি সংস্থাগুলির ক্ষেত্রেও কমিটি নীরব। ভুক্তভোগী শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রশ্ন— সরকারি সংস্থার এম ডি বা চেয়ারম্যানকে কেন গ্রেপ্তার করা হবে না?

জুটমিলগুলিতে বকেয়া পি এফের পরিমাণ ৩১-১২-৯৩ পর্যন্ত (লক্ষ টাকায়)

অম্বিকা জুট : ২৩৮.৫২ □ মেঘনা মিলস্ : ৫৬৮.০৫ □ অ্যাঙ্গাস : ৭৬৪.৬৩ □ ফোর্ট উইলিয়াম : ২৫.২২ □ ভিক্টোরিয়া জুট : ৭০৪.১৫ □ নদিয়া মিলস্ : ২৬৮.৩০ □ কাঁকিনাড়া কোং : ৫৫০.২৫ □ ইস্টার্ন ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোং : ৮৫.৮২ □ শ্রীগৌরী শংকর জুট : ১৩৩.৪৮ □ হাওড়া মিলস্ : ২৩৫.১২ □ বরানগর জুট : ৫৩৪.৩২ □ ডেল্‌টা জুট : ৩৭৪.২০ □ নলহাটি জুট : ৬৭.৫০ □ আগরপাড়া কোং : ৩৩৯.০০ □ শ্যামনগর : ৬০৯.৪৩ □ গৌরিপুর কোং : ৩২৯.৭৭ □ কেলভিন জুট : ৪৫৩.০১ □ টিটাগড় জুট : ৬৬৫.৭০ □ নিউ সেন্ট্রাল জুট : ৩৯৬.৬২ □ নর্থ ব্রুক জুট : ১৪৯.৯৩ □ বজবজ জুট : ২০৬.৯৮ □ ডালহাউসি জুট : ১২.৫০ □ কামারহাটি জুট : ৭৯.০৬ □ প্রবর্তক জুট : ১৯.১৪ □ অ্যাংলো-ইন্ডিয়া জুট : ৩০.০০ □ ক্যালকাটা জুট : ৪৬.৯৪ □ ভারত জুট : ১৪.৭৫ □ এ্যাম্‌পিয়ার জুট : ২৪১.৬২ □ প্রেমচাঁদ জুট : ৬৪.৬৭ □ নস্‌কর পাড়া : ৩৬.৫৫ □ কানোরিয়া জুট : ৭০.০০ □ ওয়েভারলি জুট : ১৮.৬২ □ এন জে এম সি (ন্যাশনাল) : ৪৭৫.৫৩ □ এন নে এম সি (ইউনিয়ন) : ৪.৫৪ □ টাপকন (হনুমান) : ১৪.০২ □ এন. জে. এম. সি.(কিনিসন) : ৯.৮০ □ গানডালপারা জুট : ৩০.৭৯ □ হুগলী মিলস্ : ৫.৭৪ □ এন জে এম সি (আলেকজান্ড্রা) : ১৭.৭৯ ॥ **মোট--৮৯১০.০৭।**

নাগরিক মঞ্চের সাম্প্রতিকতম প্রকাশনা

বিপন্ন পরিবেশ

চটশিল্প : কিছু রটনা, কিছু ঘটনা (বাংলা/হিন্দি)

নাগরিক মঞ্চের পক্ষে বিভাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ১৩৪ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, কলকাতা-৮৫ থেকে প্রকাশিত।

বিসিনোসিস : বোর্ডের স্বীকৃতি

দীর্ঘ লড়াই করে পূর্বাঞ্চলের বিসিনোসিসে (তুলোর গুঁড়ো থেকে হওয়া হাঁপানি জাতীয় রোগ) আক্রান্ত শ্রমিক প্রথম ই এস আই মেডিকেল বোর্ডের সামনে হাজির হলেন। পোদ্দার প্রজেক্ট সুতাকলের শ্রমিক রাধারমণ পাইকার কয়েক বছর ধরে দুরারোগ্য বিসিনোসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে কাজ করতে অসমর্থ হলে ক্ষতিপূরণের জন্য ই এস আই-এর পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তাকে মেডিকেল বোর্ড গঠনের দাবি জানায়। নিরুত্তর অধিকর্তাকে ১৬ আগস্ট ৯৩ নাগরিক মঞ্চ বিষয়টি জানায়। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, ই এস আই আঞ্চলিক কার্যালয় পূর্বাঞ্চলীয় কর্তৃপক্ষকে পেশাগত রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অপ্রতুলতা বোর্ড তৈরি না হওয়ার প্রধান কারণ বলে জানিয়েছে। দীর্ঘ টালবাহানা চলতে থাকায় নাগরিক মঞ্চ পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রী ও ই এস আই পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তাকে ১৬ ফেব্রুয়ারি'৯৪ চিঠি দিয়ে রাধারমণের দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া অবস্থার কথা জানায়। চিঠিতে আরও বলা হয়, ১ মাসের মধ্যে উভয় কর্তৃপক্ষ কোনও ব্যবস্থা না নিলে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন আইনি প্রতিষ্ঠানে জানানো হবে। অবশেষে ১লা মার্চ ৯৪, রাধারমণের মেডিকেল বোর্ড বসে। ক্ষতিপূরণ নির্ধারিত হয়। এখন প্রতীক্ষা সঠিক ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ হল কিনা তা জানার।

জলাভূমি ভরাট নিষিদ্ধ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক আদেশবলে (গেজেট নোটিফিকেশন নং ২৫৬-সি-এম-ডি এ/সেট/I-II/(৯৪) ২৮ জানুয়ারি ৯৪ সমস্ত রকমের জলাভূমি বোজান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এই বিষয়ে দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সি এম ডি এ-কে। উল্লেখ করা যেতে পারে এই বিষয়টি দেখভালের জন্য যে পরিকাঠামো প্রয়োজন তা সি এম ডি এ-র নেই।

আবার আক্রান্ত মুদিয়ালি

মুদিয়ালি ফিসারমেনস্ কো-অপারেটিভ সোসাইটি পরিচালিত সুদৃশ্য 'প্রকৃতিউদ্যান' দখল করে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট সেই জায়গায় বহুতল বাসগৃহ বানানোর ঘৃণ্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছে এম এফ সি এস কর্তৃপক্ষ।

১৯৯২ সালের ১০ আগস্ট থেকে আদালতের অন্তর্বর্তী আদেশ জারি থাকা সত্ত্বেও বন্দর কর্তৃপক্ষের কিছু সশস্ত্র ব্যক্তি প্রকৃতি উদ্যানের সীমার মধ্যে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি বেলা তিনটে থেকে কর্মীদের ওপর হামলা চালায় ও তাঁদের দৈনন্দিন কাজে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে উত্তেজনা ছড়ায় ও কর্মীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। খবরটি জানিয়ে তাঁরা সাউথ পোর্ট পুলিশকে উত্তেজনা প্রশমনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেছেন।

ট্রামের ভবিষ্যত

জনবহুল কলকাতা শহর থেকে ট্রাম তুলে দেবার ঐকান্তিক সরকারি প্রয়াস যখন অব্যাহত, ব্রিটেনের অতি বৃহত্তম শহর ম্যানচেস্টারে গত বছরই ট্রাম ফিরে এসেছে। শুধু ম্যানচেস্টার নয়, ইউরোপের কয়েক ডজন জনাকীর্ণ শহরেই বাতিল হয়ে যাওয়া এই যান সাড়ম্বরে ফিরে এসেছে। নিউজ উইক পত্রিকায় ফেব্রুয়ারি সংখ্যাতে ট্রামের প্রত্যাবর্তন নিয়ে একটি চমৎকার রিপোর্ট ছাপা হয়েছে। ধীর গতির জন্য দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তরকালে এই যানটির ব্যবহার বিশ্বের চারশোটি শহর থেকে নেমে ১৭য় এসে ঠেকে। কিন্তু পেট্রল বা ডিজেল-এর দূষণের বিকল্প হিসাবে বিদ্যুৎচালিত এই যানটির দ্রুত প্রত্যাবর্তন হচ্ছে। উপরন্তু জনবহুল শহরে ট্রাম অনেক মানুষ বহন করার ক্ষমতা রাখে। আর তাই গ্লাসগো, বার্মিংহাম, লিডস, নাটিংহাম, ব্রিস্টল বা লণ্ডনের মতো শিল্পনগরীগুলিতে এই যানটির প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। জার্মানী ও ফ্রান্সেও নিত্যনতুন রুট তৈরি হচ্ছে। একটি জার্মান শিল্প সংস্থার মতে, ট্রামের ফিরে আসা শুধুমাত্র পরিবেশগত কারণের জন্যই নয়, অন্যান্য পরিবহণ ব্যবস্থার তুলনায় সস্তা বলেই।